উস্তাদ নোমান আলী খান

এর লেকচার সিরিজ অবলম্বনে

অ্যামেইজড বাই দ্য কুরআন

Amazed by the Quran

অনুবাদ: জাকির হুসাইন

সম্পাদনা: জোজন আরিফ

মুসলিম্ ভিলেজ

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ৫

অনুবাদকের কথা..৬

০১. প্রাথমিক কথা ৭

০২. কলুষিত অন্তর...৯

০৩. শব্দের স্বতন্ত্র স্বাক্ষর...১২

০৪. আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিরুদ্ধ নন.................................. ১৬

০৫. শুধরে নেওয়ার সুযোগ ১৯

০৬. প্রশান্তি বেষ্টিত ২৫

০৭. মন মস্তিষ্কের সংশয় ২৯

০৮. সীমাহীন প্রতিদান... ৩৩

০৯. একটি আশ্চর্য ব্যাপার.. ৩৬

১০. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুপ্রেরণা ৪১

১১. নিয়ামাতের বর্ণনা... ৪৪

১২. আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি কি সত্য? ৪৭

১৩. নব উত্থান... ৫০

১৪. ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর শত্রু ৫২

১৫. মারইয়াম আলাইহাস সালাম-এর বেড়ে ওঠা ৫৭

১৬. করুণা দু-ধরনের ৬৪

১৭. ইতিবাচক অনুমান ৬৮

১৮. চূড়ান্ত সফলতা..৭১

১৯. আল্লাহর সাহায্য আসবে.. ৭৪

২০. দাম্ভিক শ্রোতা.. ৭৯

২১. একটি ভয়ংকর দৃশ্য ৮৩

২২. আল্লাহর আশ্রয়ে ৮৭

২৩. সতর্ক থাকুন ৯১

২৪. বিপর্যয়ের ধরন ৯৫

২৫. মূসা আলাইহিস সালাম ব্যতিক্রম কেন? ৯৯

২৬. নবীদের আচরণ থেকে শেখা ১০২

২৭. তাসবিহ করে আকাশ-জমিন ১০৬

২৮. অন্তরে আল্লাহর অনুপ্রেরণা..১১১

২৯. আসমানের গোপন খবর ১১৫

৩০. জান্নাতের কামরাসমূহ..১১৯

৩১. অপরাধ ও শাস্তি ১২৪

কলুষিত অন্তর

সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত। এতে বর্ণিত হয়েছে ঋণ দেওয়া-নেওয়া এবং ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়। দীর্ঘ আয়াতটিতে ঋণের চুক্তির ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা শেষে এর পরের আয়াতের মাঝখানে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ

"আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কোরো না; যে এমনটি করবে, নিশ্চয়ই তার অন্তর পাপী।" [সূরা বাকারা, ২:২৮৩]

উল্লিখিত আয়াতাংশ নিয়ে কথা বলার পূর্বে কিছু ব্যাপার আলোচনা করা জরুরি। মূলত সাক্ষ্য গোপন করার বিষয়টি এমন যে, আপনার জিহ্বা কিছু বলতে চায়; কিন্তু সেটা না করে বোঝায় কথা আটকে রাখা। তাহলে সাক্ষ্য গোপন করার কারণে যে পাপ হবার কথা, সেটা হলো জিহ্বার পাপ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটাকে জিহ্বার পাপ হিসেবে উল্লেখ করেননি। তিনি এখানে সাক্ষ্য গোপনের পাপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন—তার অন্তর পাপী, জিহ্বা নয়। আপনি বলতে পারেন, সেই ব্যক্তি পাপী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন দেহের কোনো অঙ্গকে নির্দিষ্ট করে তার সাথে কোনো পাপকে সম্পৃক্ত করেন, তখন সেখানে আভিধানিক অর্থের বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে।

যখন আপনি কাউকে 'তুমি কাজটি করেছ' না বলে 'তুমি নিজের হাতে কাজটি করেছ' বলেন, তখন সেটা নির্দিষ্ট করে তার হাত দ্বারা কাজটি সম্পাদিত হবার অবস্থা প্রকাশ করে। আপনি এ রকমও বলে থাকেন, 'তোমার মুখ থেকে এসব কথা বের হয়েছে?', 'তুমি মুখ দিয়ে এমন কথা বলতে পারলে?'। এসব ক্ষেত্রেও কথাটিতে এক ধরনের বিশেষত্ব আরোপিত হয়। তখন কথার ভেতর সেই নির্দিষ্ট অবস্থা দ্বারা সম্পাদিত কাজটির তীব্রতা (খারাপ কিংবা ভালো) প্রকাশ

শব্দের স্বতন্ত্র স্বাক্ষর

[ক]

কুরআনে ব্যবহৃত প্রায় একই ধরনের তিনটি শব্দের ব্যাপারে এবারের আলোচনা। আমরা জানি, প্রতিটি ভাষারই নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আছে। আর প্রতিটি ভাষায়ই এমন কিছু শব্দ থাকে, যারা পরস্পর পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: খুশি এবং সুখী, ক্রোধ এবং রাগ। যদিও শব্দগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান এবং প্রতিটি শব্দ ভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করে থাকে, কিন্তু এসব শব্দ প্রায়ই পরস্পর একে অপরের পরিবর্তে অহরহ ব্যবহৃত হয়। একইভাবে শব্দের কিছু সম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত রূপ আছে, যেগুলো সচরাচর পরস্পর পরিবর্তিত হয়ে স্থানভেদে ব্যবহৃত হয়। যেমন: Demonstration থেকে Demo এবং Information থেকে Info ইত্যাদি।

এসব উদাহরণের পর এবার আসি অনুরূপ একটি উদাহরণে। সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হওয়ার পর সেটা মূলত সংরক্ষিত হয়েছিল মৌখিক উপায়ে বা মুখস্থ করার মাধ্যমে। শুরুর দিকে এখনকার মতো মলাটবদ্ধ বই হিসেবে কুরআন সংরক্ষিত হয়নি। এসব কিছু বিবেচনা করার পর কুরআন থেকে 'নির্দেশনা' দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত দুটি শব্দ নিয়ে আমাদের মূল আলোচনা।

কুরআনে নির্দেশনা দেওয়া অর্থে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে— (০১) وَصّٰى এবং (০২) اَوْصَا। আরবি শব্দ দুটি মনে না রাখতে পারলেও বুঝতে অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ। সাধারণত وَصّٰى শব্দটি ব্যবহৃত হয় অভ্যন্তরীণ ইবাদাত বা আধ্যাত্মিক বিষয়াদির নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। কোনো নির্দেশনা যখন বারবার দেওয়া হয়, তখন এই শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপরদিকে, اَوْصَا শব্দ দ্বারা এমন নির্দেশনা দেওয়া বোঝায়, যা কেবলমাত্র একবার দেওয়া হয়ে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কুরআনের অনেক জায়গায় 'নির্দেশনা' দেওয়ার কথা

আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিরুদ্ধ নন

আরবি ভাষায় ব্যবহৃত একই অর্থের দুটো শব্দ হলো—লাম ইয়াকুন এবং মা কানা; যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'ছিলেন না'। শেষের শব্দ 'মা কানা' দ্বারা মূলত কিছু নাকচ করে দেওয়া বোঝায়। যেমন: কারো দাবিকে নাকচ করে দেওয়া। কেউ যদি বলে, 'তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন', তখন তার বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলা হয়, 'না, তিনি শিক্ষক ছিলেন না'—এ জাতীয় প্রেক্ষাপটে 'মা কানা' প্রয়োগ করা হয়। ভুল কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা বক্তব্যকে নাকচ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার রয়েছে। দুটি ভিন্ন সূরার দুটি আয়াতে উল্লিখিত শব্দ দুটির উল্লেখ আছে একই রকম ঘটনার বর্ণনায়। একটি সূরা আল-আনআমে এবং অন্যটি সূরা হুদে।

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ

"এটা এজন্য যে, আল্লাহ কোনো জনপদকে ধ্বংস করেন না অন্যায়ভাবে এবং (সত্যপথ কোনটি আর ভুলপথ কোনটি সে সম্পর্কে) যখন তারা থাকে অনবহিত।"[২]

এবং

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

"আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে, জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও।"[৩]

[২] সূরা আল-আনআম, ৬:১৩১

[3] সূরা হুদ, ১১:১১৭

শুধরে নেওয়ার সুযোগ

এবারের আলোচনা শুরু করতে চাই বিশেষ্য (Noun) এবং ক্রিয়ার (Verb) মধ্যকার পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং কিছু আয়াতকে এর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে। সাধারণত বিশেষ্য সময় নিরপেক্ষ। বিশেষ্যের দ্বারা প্রকাশিত বক্তব্য কোনো কালের সাথে সম্পর্কিত থাকে না, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর অবস্থা বদলে যায় না। যেমন: আপেল, গাছ, সুখ ইত্যাদি। অন্যদিকে, ক্রিয়ার ঘটনা বা অবস্থার সাথে সময় জড়িত থাকে। ক্রিয়ার সাথে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কিত থাকে। সুতরাং, ক্রিয়া এবং কাল উভয়ই পরিবর্তনশীল। আর বিশেষ্য সময়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, স্থিরীকৃত ব্যাপার।

আরবি ভাষায়, কোনো কাজকে বর্ণনা করার জন্য আপনি বিশেষ্য অথবা ক্রিয়াবাচক শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু সেটাকে যখন ইংরেজি অথবা বাংলা গড়পরতা অনুবাদে দেখবেন, তখন ক্রিয়া রূপে দেখতে পাবেন। অনুবাদ দেখে যেটাকে আপনার ক্রিয়াবাচক মনে হবে, হয়তো কুরআনে সেটাকে বিশেষ্য হিসাবে উল্লেখ করা আছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই এ রকমই হয়ে থাকে।

শুধু কুরআনেই নয়, সাধারণ আরবি ভাষায়ও যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন—'আজলিসু' (আমি বসে আছি) এবং আনা জা-লিস (আমি বসা অবস্থায় আছি), সচরাচর অনুবাদে উভয়টিরই অর্থ 'আমি বসে আছি' করা হয়ে থাকে। যাইহোক, আমি এখানে

তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন কীভাবে বিশেষ্য এবং ক্রিয়াবাচক শব্দ উল্লেখের ক্ষেত্রে অর্থের সূক্ষ্মতা প্রকাশ করে, তা খোলাসা করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ!

প্রথম উদাহরণ সূরা বাকারায়, যেখানে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى
شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

"তারা যখন মুমিনদের কাছে যায়, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি। আবার, তারা যখন (তাদের বন্ধু) শয়তানদের কাছে যায়, তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আমরা তো তাদের সাথে কিছু সময় মজা করছিলাম মাত্র।'"[৪]

তাহলে, এখানে দুটি দিক আছে—'আ-মান্না' বা ঈমান এনেছি বলা এবং (ঈমান আনার নামে) 'মুসতাহঝিউন' বা মজা করছিলাম বলা। অনুবাদে দুটো কথাই ক্রিয়াবাচক হিসেবে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু আসলেই কি তাই? না।

উক্ত আয়াতে শব্দ দুটির প্রথমটি ক্রিয়া এবং পরেরটি বিশেষ্য হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং আমরা জানি, ক্রিয়াবাচক শব্দ সাময়িক এবং বিশেষ্য স্থায়ী ঘটনার উল্লেখে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুনাফিকরা উভয় পক্ষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তাদের অধিকাংশ সময় কাটত শয়তানের সাহচর্যে। আর সেটাই তাদের অন্তরের মূল অবস্থা।

সুতরাং, আল্লাহ তাআলা তাদের এই শয়তানের সাহচর্যে থেকে ঈমান নিয়ে মজা করার বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বিশেষ্যবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং একইসাথে এটা যে তাদের সার্বক্ষণিক অপরিবর্তনীয় অবস্থা, তাও প্রকাশ করে দিয়েছেন। অপরদিকে, ক্রিয়াবাচক শব্দ দিয়ে যেহেতু সাময়িক বা সময়ের সাথে

[৪] সূরা বাকারা, ২:১৪

প্রশান্তি বেষ্টিত

[ক]

তিনটি ঘটনাকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত করার মাধ্যমে বিশেষ্য এবং ক্রিয়া বিষয়ক আরো কিছু আলোচনা এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি। তার আগে কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার। আরবিতে 'সালামান' ক্রিয়াবাচক এবং 'সালামুন' বিশেষ্যবাচক। অর্থাৎ, একটি শব্দের শেষে দুই যবর যুক্ত আর অন্যটির শেষে দুই পেশ যুক্ত; আন এবং উন। কিন্তু অনুবাদের সময় দুটো শব্দের অর্থই করা হয়ে থাকে 'শান্তি'। দুটো শব্দের ব্যাকরণগত দিক খেয়াল করলে আসলে আরো ভিন্ন কিছু এর সাথে যুক্ত হওয়ার কথা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ

"আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহিমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা এসে বলল, ''তোমার প্রতি সালাম!' সেও বলল, 'তোমাদের প্রতিও সালাম!' অনতিবিলম্বে সে ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলো।"[৭]

যখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কাছে ফেরেশতারা এলো, তখন তারা বলল, 'সালামান', যা ক্রিয়াবাচক। এর উত্তরে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, 'সালামুন', যা বিশেষ্যবাচক। পূর্বের

[৭] সূরা হুদ, ১১:৬৯

আলোচনায় আমরা বলেছি যে, ক্রিয়াবাচক বিষয় সাময়িক এবং বিশেষ্যবাচক বিষয় স্থায়ী।

ফেরেশতারা সালামান বলার অর্থ হলো, আপনাদের জন্য আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি। ক্রিয়াবাচক শব্দ দ্বারা এখানে বোঝানো হচ্ছে, শান্তি আমাদের পক্ষ থেকে। আর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম 'সালামুন' বা বিশেষ্যবাচক শব্দ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, সেটা কার পক্ষ থেকে তা নির্দিষ্ট নয়। 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' এখানে শান্তি বর্ষণের কাজটি কে করছেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

যখন ক্রিয়াবাচক শব্দ বলা হয়, তখন কাজটি কেউ একজন করছেন তা স্পষ্ট হয়। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কথা দ্বারা হতে পারে 'সালাম' আমার পরিবারের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, পৃথিবীর অন্য কারো পক্ষ থেকে, সর্বোপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর এই সালাম তোমাদের ওপর, তোমাদের সমস্ত সাথির ওপর—কোনোটিই নির্দিষ্ট নয়। এর মাধ্যমে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম একটি বৃহৎ পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা কোনো ধরনের সময় এবং কর্তা নিরপেক্ষ (কারণ, এটা বিশেষ্যবাচক)।

আবার, কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ

"আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হবে, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে।"[৮]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম খুব সামান্য কয়েকজন মানুষের একজন, যিনি এমনটি করেছেন অত্যন্ত বৃহৎ পরিসরে। এজন্য আল্লাহ তাআলা তা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যে প্রকাশভঙ্গিতে সালাম-এর উত্তর দিয়েছেন তা অনুবাদে প্রায়ই বাদ পড়ে যায়।

[খ]

---

৮ সূরা নিসা, ৪:৮৬